একটা খবর দিয়ে শুরু করছি। দৈনিক ইত্তেফাকের ৩১ এ অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশ: "দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি কামাল গ্রেফতার। পুরনো ঢাকায় ব্যবসায়ীদের আনন্দ মিছিল।"

এ খবরটি পড়তে পড়তে একদম নীচের লাইনটাতে পৌছে থমকে গেলাম! হাসি পেল। বিস্ময়ও পেল। লিখা আছে: "...গতকাল ২০ সহস্রাধিক ব্যবসায়ী এক সমাবেশে কামালকে গ্রেফতার করার জন্য RAB কে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তাকে ক্রসফায়ারের দাবী জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।"

খবরটা পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোন মন্তব্য করা ঠিক হবে না ভেবে আমি ২ দিন অপেক্ষা করলাম। কিন্তু অদ্যবধি কেউ কিছু বলছে না বলে আজকে খবরটা সবাইকে জানানোর প্রয়োজন অনুভব করছি। আজকাল ক্রসফায়ারের জন্য আমরা দাবী-দাওয়াও উপস্থাপন করা শুরু করেছি! কিন্তু আমাকে অনেকেই বলেছেন যে, ক্রসফায়ার বিষয়টা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জঘণ্য অপরাধ। এটা আইনের শাসনের পরিপন্থী। তাহলে প্যাচটা কোথায়? লোকজন সভাসমাবেশে একটা বেআইনী কর্মকান্ডের জন্য সরকারকে উৎ সাহীকরবে কেন?

এর কয়েকটা অর্থ হয়: প্রথম অর্থ হচ্ছে, সবাই বুঝে গেছে যে, ক্রসফায়ার একটা নাটক; এবং এটা পূর্বপরিকল্পিতভাবে RAB এর মাধ্যমে করানো হয়। সুতরাং, rab কে ম্যানেজ করতে পারলে নিজেদের প্রয়োজনে ক্রসফায়ার ঘটানো সম্ভব!

দুই নম্বর অর্থ হচ্ছে, জনগন RAB এর ব্যপারটা বোঝে, কিন্তু আইন কানুনের কথা ভেবে এর প্রয়োজনীয়তার কথাটা চেপে থাকে। আইন-আদালত যদি এভাবে সন্ত্রাসীদের বিচার করতে পারতো তাহলে তারা বেশী খুশি হতো। তাছাড়া, সবাই খারাপ ভাববে, অ-প্রগতিশীল বলে গালাগাল করবে - এই ভয়টাও কাজ করে। আমার ধারণা, মনের ভুলে (?) ক্রসফায়ারের দাবীর ব্যপারটা ব্যবসায়ীদের পেট থেকে মুখে চলে এসেছে।

তিন নম্বর আরেকটা অর্থ করা যায়। সেটা হচ্ছে, সরকার ক্রসফায়ারের পক্ষে জনমত গড়তে কিছু ব্যবসায়ীকে ভাড়া করেছেন, তারা এখন ভাড়ার টাকা নিয়ে এই সমাবেশ এর আয়োজন করেছেন। আসলে দাবী-দাওয়ার ব্যপারটা ভাওতাবাজি। তাদের দীর্ঘদিন যাবৎ পিচ্চি কামাল কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হবার ব্যাপারটাও আসলে মিথ্যা কথা।
কোন অর্থটা গ্রহনীয় সেটা বিচারের ভার আমি পাঠকদের ওপরে ছেড়ে দিচ্ছি, নিজস্ব মন্তব্য করার সময় হয়তো এখনও আসে নি।

আরেকটা খবর; এবার প্রথম আলোর থেকে। "চট্টগ্রামে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে ৪৫,০০০ টাকা হাতিয়ে নিল পুলিশ।" - এখবরটা প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, খবরটা ১৫ অক্টোবরের। এটা প্রথম আলোতে পড়তে পারলাম ৩১ তারিখে। আরো আগেই খবরটা পড়ার সুযোগ পেলে ঐ পুলিশকে ধরে ফেলতে পারতাম এটা দাবী করছি না, কিন্তু খবরটা আরো আগে কেন পড়তে পারলাম না, সেটা একটা খটকা। কারণ, পাশাপাশি ঐদিনের একটা বড় খবর হতে পারতো পুরনো ঢাকার পিচ্চি কামাল গ্রেফতারের ঘটনাটা। সেই ঘটনাটা না ছেপে ১৪ দিনের পুরোন একটা খবর আমাদেরকে জানানো হলো!

প্রথম আলোর আরেকটা খবর। এটা প্রকাশিত হয় ১ নভেম্বর তারিখে। শিরোনাম: "rab সদস্য এস.আই. হাফিজের পাঁচ বছর কারাদন্ড"। এই ঘটনার নায়ক এসআই হাফিজকে অবশ্য rab এর গোয়েন্দা সদস্যরাই গ্রেফতার করে। এদিনের প্রথম আলোতেও পুরোন ঢাকার কুক্ষ্যত সন্ত্রাসী পিচ্চি কামালের গ্রেফতারের খবরটি প্রকাশ হয় নাই। আমি বিষয়টা বোঝার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। কেউ বুঝতে পারলে আমি তার কাছ থেকে বিষয়টা জেনে নিতাম!

আমি RAB এর পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু লিখতে গিয়ে এই লেখাটা লিখি নাই। লিখতে বসেছিলাম সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কিছু কথা বলবো বলে। আমার আসলে মনটাই নষ্ট হয়ে গেছে। আজকাল প্রথম আলো পত্রিকার খবর-টবর তাই আর আগের মতোন ভালো লাগে না। কেমন, একটু একচোখা মনে হয়। এরকম গন্ধ আরো অনেকেই পাচ্ছেন কি না জানি না। সবার হয়তো মন এখনও আমার মতো এতোটা পঁচে যায় নাই। নইলে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করার পরিকল্পনা নিয়ে মেইল লিখতে বসে আমি এসব কি লেখা শুরু করলাম?! আরো একটা পত্রিকা আজকাল আর পড়তে ভালো লাগছে না, সেটা হচ্ছে যায়যায়দিন, এদের নিয়ে আরেকদিন লিখবো।
যাক, সবাইকে ঈদ-উল-ফিতরের উষ্ণ শুভেচ্ছা।

-সুজন